Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সংস্কৃতি বিদ্যাচর্চার আলোকে বাংলা খাদ্য – আখ্যান (Culinary Narratives) (নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে)

ড. নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য্য[1]

বস্তুসংক্ষেপ

সংস্কৃতিবিদ্যাচর্চায় খাদ্য – আখ্যানসমূহের (Culinary Narratives) আলোচনা ও বিশ্লেষণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। খাদ্যবস্তু, রন্ধনশৈলী, আহার্যগ্রহণের বিশেষ প্রকার – এই সমস্তই মানব সমাজ ও মানবমনের অন্তর্লীন একাধিক বিষয়, – তার সমাজ সংগঠন, সমাজ বিবর্তন, জাতি – বর্ণ ভিত্তিক পরিচয়, সংস্কৃতি চেতনা, আধিপত্যবাদ, মানব মনের বিচিত্র অনুভূতি, সামাজিক সাম্য – বৈষম্য, লিঙ্গচেতনা – ইত্যাদির পরিচয় বহন করে। কখনো মানবমনের বিচিত্র ভাবনার প্রতীক রূপেও উপস্থাপিত হয়। পাশ্চাত্যে সংস্কৃতিবিদ্যাচর্চার একাধিক উপধারায় এর চর্চা চলছে। নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষিতে এই তাত্ত্বিক ধারণার স্বরূপটি এখানে পর্যালোচনা করা হবে। বাংলাসাহিত্যের নির্বাচনে প্রাচীন – মধ্য – আধুনিক সব পর্যায় থেকেই সাহিত্যিক নিদর্শন এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্যবস্তু তার জৈবিক প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে মানবসমাজ ও মানব মনের কত গভীরে সঞ্চারিত হয়ে যায় অনেক সময় আমাদের সে বিষয়ে সচেতনতা থাকে না। বাংলা সাহিত্য এই খাদ্যবিবরণ মূলক আখ্যান বা রন্ধনশৈলী নির্ভর বর্ণনার সূত্রে বাঙালির জাতিসত্তা, বাঙলার সমাজ, মানব মনের বৈচিত্র্যকে কীভাবে ধরে রেখেছে বক্ষ্যমান নিবন্ধে তাই আলোচিত হবে।

এই আলোচনা পদ্ধতিটি মূলত বিশ্লেষণাত্মক। খাদ্যবিবরণমূলক তাত্ত্বিক ধারণাগুলির দ্বারা নির্বাচিত বাংলা সাহিত্যের পুনঃপাঠ ও রসাস্বাদন এই নিবন্ধের অভিপ্রায়।

সূচক শব্দ : *সংস্কৃতি বিদ্যাচর্চা, খাদ্য – আখ্যান, জাতিসত্তা, লিঙ্গচেতনা*

ISSN: 3049-0278 (Online)
DOI (Crossref) Prefix: 10.63431
AIJITR - Volume - 3, Issue - II, Mar-Apr 2026

Copyright © 2026 by author (s) and (AIJITR). This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান – মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সাহিত্যে এই তিনটি প্রসঙ্গের অবতারণা খুব স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে থাকে। বাঙালি জাতির মানুষ মূলগতভাবে খাদ্যরসিক। ‘বাঙ্গালীর ইতিহাস আদি পর্ব’ গ্রন্থে ড. নীহাররঞ্জন রায় বাঙালি জাতির ইতিহাস রচনায় তার খাদ্যাভ্যাসকেও বাঙালি সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রূপে নির্বাচন ও বিশ্লেষণ করেছেন। আমিষ খাদ্যাভ্যাসের সূত্র ধরে উত্তরভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালির সংস্কৃতির যে একটি পার্থক্য রচিত হয়ে যায় এই বিষয়টিও তাঁর বিশ্লেষণে স্থান পেয়েছে। খাদ্য এক্ষেত্রে নিছক প্রাণধারণের উপায় হয়ে থাকে না। তার জাতিসত্তার ও অঙ্গ হয়ে ওঠে। বর্তমানে, সাহিত্য সমালোচনায় খাদ্য বা খাদ্যবিবরণ কেবলমাত্র জিহ্বার আস্বাদনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। খাদ্য বা খাদ্য বিবরণ, খাদ্য আখ্যানের পরিসর আরো গভীরে সঞ্চারিত হয়েছে। খাদ্যবিবরণের সূত্র ধরে সমাজ - সংস্কৃতি, রীতি – নীতির পরিচয় যেমন ফুটে ওঠে তেমনি খাদ্য মানুষের অনুভূতি,- আনন্দ, বিষাদ, প্রতিবাদ,

1 Associate Professor, Dept. of Bengali, Narajole Raj College, Paschim Medinipur, West Bengal, India.

DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/3.II.2026.266-274
AIJITR, Volume 3, Issue –II, March - April, 2026, PP.266-274
Received on 30th March, 2026 & Accepted on 21st April, 2026, Published: 30th April, 2026

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

নস্টালজিয়ার ও প্রতীক হয়ে উঠেছে এমনটাও বিভিন্ন সাহিত্যিক নিদর্শনে লক্ষ্য করা যায়। আবার কখনো তা বন্ধুত্ব, সামাজিক সাম্য – বৈষম্য সংঘটনের কারক রূপেও অবস্থান করে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত কিছু খাদ্য আখ্যানের বা খাদ্য বিবরণ নির্ভর সাহিত্যের (Culinary Narratives) সূত্র ধরে উক্ত বিষয়টি আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে খাদ্য বিবরণ নির্ভর সাহিত্য সমালোচনায় যে তাত্ত্বিক ধারণাগুলি চর্চিত হয়ে থাকে আমরা সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করব। Stuart Hall (১৯৩২ – ২০১৪) , সংস্কৃতিবিদ্যাচর্চার যিনি ছিলেন পথিকৃৎ, তিনি খাদ্যের সঙ্গে মানুষের সংস্কৃতির একটি নিবিড় সম্বন্ধ লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর 'Food as Image of Everyday Life' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,-' Food is a system of meanings – a way of representing ideas, values and power'১. খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য নির্বাচন কীভাবে একটি নির্দিষ্ট সমাজে মানুষের সামাজিক – রাজনৈতিক চেতনাকে ব্যক্ত করে এই প্রবন্ধে স্টুয়ার্ট হল সে বিষয়টিই বিশ্লেষণ করেছেন। ব্রিটিশ অ্যানথ্রোপলজিস্ট Mary Doughlas (১৯২১ – ২০০৭) ও খাদ্যকে নিছক একটি জৈবিক প্রয়োজন রূপে দেখেন নি। এটি তাঁর আছে এমন একটি ধারণা যা সমাজ কে সংবদ্ধ করে। তাঁর 'Purity and Danger' গ্রন্থে ডগলাস জানিয়েছেন,-'Food...has social meaning embedded in rules of purity and danger'.২ তাঁর মতে মানুষের খাদ্যাভ্যাস , খাদ্যনির্বাচন অনেক সময় - ই সামাজিক বিধি নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। Cultural Materialism তত্ত্বের প্রবক্তা Marvin Harris (১৯২৭ – ২০০১) জানিয়েছিলেন মানুষের সংস্কৃতিগত ধারণাগুলি মানুষের বাস্তব পরিস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাঁর মতে, মানুষ বস্তুতপক্ষে যা খাবার গ্রহণ করতে চায় তাই গ্রহণ করতে পারেনা, যা তারপক্ষে সম্ভবপর সে তাই খেয়ে থাকে,-'"People do not eat what they want, they eat what they can". ৩ Commensality theory খাদ্যবিষয়ে সামাজিকতার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। Carole Counihan (তাঁর "Around the Tuscan Table: Food, Family, and Gender in Twentieth Century Florence' এ বলেছেন, - "Commensality is a powerful mechanism for creating and maintaining social bonds".৪ এই তত্ত্ব অনুযায়ী একত্রে আহার বা সহভোজিতা সামাজিক বন্ধনকে দৃঢ় করে। Symbolic interactionism তত্ত্বের অন্যতম আলোচক Anthony Giddens (১৯৩৮ -) তাঁর "The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration," বইতে এই যুক্তি দিয়েছেন যে, "Food is a fundamental medium for social interaction and the expression of identity".৫ এই তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষের খাদ্যাভ্যাস, খাদ্যবস্তু নির্বাচন তার অস্তিত্ব, মূল্যবোধ, সামাজিকতার বোধ – এই সমস্ত কিছুর প্রতীকী উপস্থাপনা ঘটাতে সক্ষম। এই তত্ত্ব সংস্কৃতি চেতনার সঙ্গে খাদ্য সংক্রান্ত ধারণার মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যগ্রহণের যে সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক,প্রতীকী মাত্রা ও আছে সে সম্পর্কেও এই তত্ত্বটি ধারণা গঠন করে। পোস্ট কলোনিয়াল তত্ত্বেও খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়টির গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে। Homi K. Bhabha (১৯৪৯ -), উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্বের একজন প্রবক্তা, তাঁর "The Location of Culture," বইতে বলেন যে, "Food is both an instrument and an emblem of identity; it can both be repressive and emancipatory"৬ . তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, খাদ্যাভ্যাস ও খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়ার দ্বারা আধিপত্যামী শক্তির প্রতিস্পর্ধী হয়ে ওঠা যায়। খাদ্যবস্তু কিভাবে লিঙ্গচেতনা ও লিঙ্গবৈষম্যকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে Gender theory আলোচনা করেছে। . Susan Bordo (১৯৪৭), তাঁর "Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body," তে বলেছেন , "The body is a 'text' on which gender and power are inscribed...and food is an arena where the battles over gender are waged" ৭ Claude Lévi-Strauss (১৯০৮ – ২০০৯), structuralism এর অন্যতম প্রবক্তা, বলেছেন,-'food can be understood as a system of signs and symbols with deep cultural meanings. তাঁর "The Raw and the Cooked: Introduction to a Science of Mythology," বইতে Lévi-Strauss ব্যাখ্যা করেছেন যে, "Culinary codes are systems of transformation which are capable of articulating social relations"৮ তাঁর মতে রন্ধনশৈলী, খাদ্যাভ্যাস মানব সমাজের সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সামাজিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। Cultural appropriation theory তে বলা হয়েছে আধিপত্যকামী সংস্কৃতি প্রান্তীয় সংস্কৃতির খাদ্যাভ্যাস , রন্ধনশৈলী ইত্যাদিকেও গ্রহণ ও বাণিজ্যীকরণ ঘটিয়ে থাকে। Performance theory এর প্রবক্তা Richard Schechner (১৯৩৪ -) বলেছেন যে,- Food performance often recapitulates and amplifies social, economic, and political structures" ৯ খাদ্যাভ্যাস, রন্ধনশৈলী ইত্যাদির দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সমাজ সংগঠনের পরিচয় ফুটে ওঠে, তার অস্তিত্বও দৃঢ়ভাবে প্রকাশিত পায়। এই তাত্ত্বিক ধারণাগুলির উল্লেখ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় খাদ্যাভ্যাস মানবসমাজ ও মানব

অস্তিত্বের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা উন্মোচন করতে পারে। এই তাত্ত্বিক ধারণাগুলির ভিত্তিতে আমরা নির্বাচিত কিছু বাংলা খাদ্যবিবরণ নির্ভর সাহিত্যের পর্যালোচনা করব। এই পর্যালোচনা সমাজ – সংস্কৃতির বিবিধ মাত্রাকে কীভাবে উন্মোচিত করছে সেটি নিরূপণ করাই হবে এই আলোচনার লক্ষ্য।

প্রথমত : কালগত ও জাতিবর্ণগত বৈচিত্র্যের নিরিখ। আমরা আলোচনার প্রারম্ভেই বলেছিলাম খাদ্য নিছক প্রাণধারণের উপায় নয়। তা একটি জাতির সংস্কৃতি চেতনার ও দ্যোতক। বাংলাসাহিত্যের সৃজ্যমান পর্ব থেকেই নিয়মিত ভাবে খাদ্য তার সাহিত্য বিষয়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছে। এমন কি, কেবলমাত্র সাহিত্যে লভ্য খাদ্যবিবরণীর সূত্র ধরে বাঙালি জীবনের একাধিক সংস্কৃতিমূলক ধারণার প্রকাশ ও লক্ষ্য করা যেতে পারে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন,- চতুর্দশ শতকের প্রাকৃত পৈঙ্গলে লভ্য শ্লোক ,-‘

"ওগ্গরভত্তা রম্ভঅপত্তা, গাইকঘিত্তা দুগ্ধসজুত্তা।
মইলিমচ্ছা নালিতগচ্ছা, দিজ্জই কন্তা খায় পুণবন্তা।"১০

‘প্রাকৃত পৈঙ্গল’ থেকে উদ্ধৃত এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে সেই পুরুষ পুণ্যবান যার স্ত্রী কলাপাতায় গাওয়া ঘি সহযোগে গরম ভাত,মৌরালা মাছের ঝোল,পাট শাক ,সফেন গরম দুধ পরিবেশন করেন। এখানে খাবারের পাতে ভাত – মাছ – শাকের উপস্থিতিতে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের একটি প্যাটার্ন ধরা পড়েছে। বাঙালির রসনাবিলাসের ও ছবি এটি। আবার এই পংক্তিদুটির ছবি নিছক খাওয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বাংলার সুখী গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শটি কেমন হবে তারও আভাস এখান থেকে অনুমান করা যাচ্ছে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের পাতায়ও বিবিধ খাদ্যতালিকার সন্ধান মেলে। তারমধ্যে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের একটি আমিষ খাবারের চিত্র এই রকম,-

‘মৎস্য মাংস কাটিয়া থুইল ভাগ ভাগ।
রোহিত মৎস্য দিয়া রান্ধে কলতার আগ। ।
মাগুর মৎস্য দিয়া রান্ধে গিমা গাচ গাচ।
ঝাঁজ কটু তৈলে রান্ধে খরসুল মাছ।।
ভিতরে মরিচ গুঁড়ো বাহিরে জুড়ায় সুতা।
তৈলে পাক করিয়া রান্ধে চিংড়ির মাথা।।
ভাজিল রোহিত আর চিতলের কোল।
কৈ মৎস্য দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল।।
ডুম ডুম করিয়া ছেঁচিয়া দিল টই।
ছাইল খসাইয়া রান্ধে বাইন মৎস্য টক।।১১

এই বর্ণনায় বিচিত্র মাছের নাম বাঙালির মৎস্যপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়। মাগুর,খরসুল,বাইন এসব মাছ এখন প্রায় বিলুপ্ত হলেও নদীমাতৃক বাংলাদেশে খাল - বিলে এদের স্বাভাবিক বসতি সেসময় ছিল তা অনুমান করা যায়। বিভিন্ন মাছের নামের উল্লেখের পাশাপাশি তাদের রন্ধনপ্রণালীর ভিন্নতা বাংলা উৎকৃষ্ট রন্ধনকলারও সাক্ষ্য বহন করছে। সমাজের নিম্নবর্গে আমিষ খাবারের বিষয়টি আবার ভিন্ন রকমের। কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ডে ‘নিদয়ার সাধভক্ষণ’ অংশে নিদয়ার কাঙ্ক্ষিত খাদ্যতালিকা এই রকম,- ‘লবণ কিছু দিয়া বাড়া/ নকুল গোধিকা পোড়া/ হংস ডিমে তোল কিছু বড়া।/ কিছু ভাজ রাই খড়া/ চিঙ্গুড়ির তোল বড়া/ সজারু করহ শিক পোড়া’।১২ স্পষ্টতই সমাজের তথাকথিত উঁচুতলার মানুষের সঙ্গে নিম্নবর্গের মানুষের খাদ্যনির্বাচনের পার্থক্য এখানে লক্ষ্য করা গেল।

মধ্যযুগীয় বাঙালির নবজাগরণের প্রতিভূ শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন ভোজনবিলাসী । নিরামিষাশী এই মানুষটিকে ঘিরে তাঁর অনুগামীদের নিত্য উৎসব আর আনন্দের ভোজ প্রায় আয়োজিত হত। কাটোয়ার কেশবভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি রাঢ় অঞ্চল পরিক্রমা করে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে যান।মহাপ্রভুর উপবাস ভঙ্গের যে আয়োজন অদ্বৈতাচার্য করেন তাতে পূর্বাশ্রমে বিশ্বম্ভর মিশ্র যা খেতে পছন্দ করতেন তেমন পদ যেমন,- মোচার ঘন্ট,শুক্তো, বিবিধ শাক,নিম,লাবড়া,ছানাবড়া, ভাজা,ক্ষীরপুলি, মাষকলাই বড়া,কলার বড়া লাউয়ের পায়েস ইত্যাদি নানা পদের উল্লেখ পাওয়া যায়,-

"পীত – সুগন্ধি ঘৃতে অন্ন সিক্তকৈল ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

চারিদিগে পাতে ঘৃত বাহিয়া চলিল ।।
কেয়াপত্র – কলার খোলা – ডোঙ্গা সারি সারি ।
চারি দিগে ধরিয়াছে নানা ব্যঞ্জন ভরি ।।
দশ প্রকার শাক , নিম্ব – সুকুতার ঝোল ।
মরিচের ঝাল , ছানা বড়া , বড়া ঘোল ।।
দুগ্ধ তুম্বী , দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড , বেসরি , লাফরা ।
মোচাঘণ্ট , মোচাভাজা , বিবিধ শাকরা ।।
বৃদ্ধ কুষ্মাণ্ড বড়ীর ব্যঞ্জন অপার ।
ফুল বড়ী ফল মূলে বিবিধ প্রকার ।।
নব – নিম্ব প্রত্রসহ ভৃষ্ট – বার্তাকী ।
ফুলবড়ী , পটোল – ভাজা , কুষ্মাণ্ড মানচাকী ।।
ভৃষ্ট – মাষ , মুদগা – সুপ অমৃতে নিন্দয় ।
মধুরান্ন , বড়ান্নাদি অম্ল পাঁচ ছয় ।।
মুগ বড়া , মাষ বড়া , কলাবড়া মিষ্ট ।
ক্ষীরপুলী , নারিকেল – পুলী আর যত পিষ্ট ।।
কাঞ্জি বড়া , দুগ্ধচিঁড়া , দুগ্ধ – লকলকী ।
আর যত পিঠা কৈল , কহিতে না শকি ।।
ঘৃতসিক্ত পরমান্ন , মৃৎকুণ্ডিকা ভরি ।
চাঁপাকলা – ঘন দুগ্ধ – আম্র তাহা ধরি ।।
রসালা – মথিত দধি , সন্দেশ অপার ।
গৌড়ে উৎকলে যত ভক্ষ্যের প্রকার ।।” ১৩

উপরে উল্লিখিত এই খাদ্যতালিকাটি সাত্ত্বিক বৈষ্ণব সমাজের নিরামিষ আহার্যের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় তালিকা হতে পারে। আবার কেবল হিন্দু জনসমাজের খাদ্যাভ্যাস নয়, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক পর্বের “মুসলমানগণের আগমন” অধ্যায়ে নিম্নলিখিতভাবে কালকেতুর রাজ্যে নতুন আগত মুসলমানগণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল,-

করে ধরি খর ছুরী, কুকুড়া জবাই করি
দশগণ্ডা দান পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেই মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি।।১৪

একই সাথে মুরগী ও ছাগল প্রভৃতি প্রাণীর মাংস যে মুসলমানদের নিত্য খাবারের অংশ ছিল, তার একটি ধারণাও এখানে পাওয়া যায়। উপরের উদাহরণগুলি বাংলাদেশের অধিবাসীদের খাদ্যাভ্যাস ও তার বৈচিত্র্যটিও নির্দেশ করছে।

প্রাচীন, মধ্যযুগ পেরিয়ে আধুনিক যুগের সাহিত্যে পৌঁছলে দেখা যায় বাঙালির রসনার বিবর্তন। ইতিমধ্যে পাঠান, মোগল সময়কাল পার হয়ে বাংলাদেশ ইংরেজ আমলে প্রবেশ করেছে। সেই বিবর্তনের ছোঁয়া তার খাদ্যতালিকাতেও দৃশ্যমান। বিশ শতকের কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলের একটি অ্যাংলো – মোগলাই হোটেলের খাদ্যতালিকা এই রকম -‘ দুই মহামান্য অতিথিকে বসিয়ে ম্যানেজার রাইচরণ বললে, হুজুর, আজ্ঞা করুন কি এনে দেব! রাজাবাহাদুর সাগ্রহে বললেন, তোমার কি কি তৈরি আছে. শুনি? রাইচরণ বললে, আজ্ঞে, তিন রকম পোলাও আছে-_ভেটকি মাছের, মটনের আর পাঁঠার। কালিয়া আছে, কোর্মা আছে, কোপ্তা আছে; মটন-চপ,চিংড়ির-কাটলেট; ফাউল-রোস্ট, ছানার পুডিং হুজুরের আশীর্বাদে আরও কত কি আছে’।১৫ (রাজভোগ, পরশুরাম) প্রাচীন – মধ্যযুগের বাংলাদেশের খাদ্যাভ্যাসের যে বহু পরিবর্তন ঘটে

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

গেছে এখানে তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। এইভাবে প্রাচীনকাল থেকে বাংলাসাহিত্যে লভ্য খাদ্যতালিকা ও বিবরণ পর্যবেক্ষণ করলে বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের সামাজিক – সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

দ্বিতীয়ত : লিঙ্গচেতনার নিরিখ। কেবলমাত্র কালগত অভ্যাসের বিবর্তন বা জাতিবর্ণগত বিশিষ্টতাই খাদ্যবিবরণের সূত্রে লভ্য তা নয়। খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে রন্ধনকলাও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত হয়ে থাকে। আর পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাড়ির মেয়েদের উপরই রান্নার ভার বর্তায়। প্রাকৃতপৈঙ্গলের উপরিউল্লিখিত শ্লোকে স্ত্রীর রন্ধন আর পুরুষের ভোজনের কথাই বলা হয়েছে। ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’ র হর – গৌরীর সংসার যাত্রায় ভিক্ষজীবী মহাদেব তাঁর স্ত্রী পার্বতীকে নির্দেশ দেন পঞ্চব্যঞ্জন রান্নার, ‘আজি গণেশের মাতা রান্ধ মোর মত’। ঐ একই গ্রন্থের মেনকা – গৌরী কলহ অংশে মা মেনকা কন্যা গৌরীকে ভর্ৎসনা করেছেন এই বলে যে ‘ দুগ্ধ উথলিতে গৌরী নাহি দাও পাণি’। আর রান্নবান্নার সার্বিক দায়িত্ব সামলে মেনকার ‘কাঁকালে হৈল বাত’। অর্থাৎ খাদ্যরন্ধনের সঙ্গে বাঙালি সমাজের নারীর একটি অবিচ্ছদ্য সম্পর্কও এর দ্বারা নির্ণীত হয়েছে। আর এই সমাজবিধি পালন করা না হলে মেয়েকে সমাজে অপদস্থই হতে হবে। আর তার পরিবারের ও সন্মান হয়ত এর উপরে নির্ভর করে। সেই রকম একটি বাংলা ছড়া,-

"ছি- ছি- ছি- ছি
রানি রাঁধতে শেখেনি !
জ্যাঠাইমাকে বলে,
ঝোলে মশলা দেব কি ?
শুক্তানিতে ঝাল দিয়েছে,
অম্বলেতে ঘি !
ছি -ছি -ছি -ছি
রানি রাঁধতে শেখেনি !
পরমান্ন রেঁধে বলে,
ফ্যান গালব কি ?
ভোজবাড়িতে খোঁজ পড়েছে,
এখন উপায় কী ?
ছি- ছি - ছি - ছি
রানি রাঁধতে শেখেনি !" ১৬

রাঁধতে শেখা যে মেয়েদের আবশ্যিক কর্তব্য তা শিশুমনে প্রোথিত করার এমন যথোপযুক্ত উদাহরণ আর কী ই বা হতে পারে। সমাজের অন্দরমহলে রন্ধনকলার সঙ্গে বাড়ির মেয়েদের জীবনকে একসূত্রে গেঁথে দেওয়ার অনবদ্য একটি বর্ণনা মেলে আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রথম প্রতিশ্রুতি’ উপন্যাসে। রান্নাবান্নার সঙ্গে ঘরের মহিলাদের অস্তিত্বের একটি বড় অংশ কিভাবে জড়িত হয়ে থাকে তার একটি অনুপুঙ্ক্ষ বর্ণনা আছে এই উপন্যাসে, রামকালী কবিরাজের পিসি মোক্ষদার বর্ণনায় -‘ হঠাৎ মোক্ষদা একটা সত্য আবিষ্কার করে বসলেন। সারা বছরটাই রোদে পুড়ে মলেন তিনি। এই তো কচি আমের আমতেল, এর পরই বাখড়া বাঁধা আমের গুড় আম, তার পরেই পড়ে যাবে আমসত্ত্বর মরশুম। ..... তারপর পড়ে তিলের নাড়ুর ধুম।.... পুজোর ঝঞ্ঝাট কাটতে না কাটতেই তো বড়ির মরশুম’।... সারা বছর ধরে এই রোদে পোড়ার দায়িত্ব মোক্ষদাকে দিয়েছে কে, এ কথা কে বলবে?১৭ তবে মোক্ষদা জানেন এটা তাঁরই দায়িত্ব। লক্ষণীয় রন্ধনকলার উৎকর্ষের উপরে মেয়েদের সামাজিক প্রতিষ্ঠাও অনেকটা নির্ভর কে। বদ্যি চাটুজ্যের বাড়ির বানানো তিলের নাড়ু, বড়ি, আচার সমগ্র এলাকাতেই বিখ্যাত। আর সেই খ্যাতি প্রকারান্তে মোক্ষদার ই। অবশ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধায়ের ‘আদর্শ হিন্দু হোটেল’ উপন্যাসের হাজারি ঠাকুর ও রন্ধন পটু। তবে সেটা তার স্বপ্ন অথবা আকাঙ্ক্ষা। এটি তার স্বনির্বাচনের সূত্রে তার পরিচয় হয়ে উঠেছে। তার ব্যক্তিক পরিচয়ের অভিজ্ঞান রূপে পরিবার বা সমাজ সেটি স্ট্যাম্প হিসেবে তার ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে অবিচ্ছদ্য রূপে দাগিয়ে দেয়নি।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

তৃতীয়তঃ খাদ্যবিবরণ ও নস্টালজিয়া। রান্নার পদ ও খাওয়ার সঙ্গে পুরনো সময়, প্রিয় স্মৃতি, প্রিয় মানুষ এই বিষয়গুলিও অনেক সময় জড়িত হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুঁইমাচা' গল্পে যেমন পৌষপার্বণের পিঠের সঙ্গে অন্নপূর্ণার বড় মেয়ে ক্ষেন্তির স্মৃতি জড়িত হয়ে আছে। আবার 'অরন্ধনের নিমন্ত্রণ' গল্পে কুমীর রান্না করে রাখা পান্তাভাত, কচুর শাক, নারকেল কুমড়ি হীরু – কুমীর অপূর্ণ ভালোবাসার স্মৃতিতে ভরপুর। গল্পের প্রাসঙ্গিক অংশটি এইরকম,- 'তার পরে সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসিমুখে বললে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচবে তো মুখে? নেবু কেটে দেব এখন অনেক করে, নারকোল-কুমড়ি আছে, কচুর শাক আছে।এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায়নি। যা যা সে খেতে ভালোবাসে, কুমী তার কিছুই বাদ দেয়নি। হীরু আশ্চর্য হয়ে গেল—এতকাল পরেও কুমী মনে রেখেছে এসব কথা'। ১৮উক্ত অংশে অধুনা 'জামালপুরের বাবু' হয়ে ওঠা হীরুর উক্ত রান্নার পদগুলি অনেকদিন না খাওয়া, শত বিপন্নতায়ও হীরুর পছন্দ কুমীর ভুলে না যাওয়া হীরু আর কুমীর সংবৃত, অনুচ্চারিত ভালোবাসাকে বাঙ্ময় করে তুলেছে। কল্লোল লাহিড়ীর ' ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে উঠতে পারে। ' ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' উপন্যাসে ইন্দুবালার একাকীত্ব, লাঞ্ছনা, সংগ্রাম এই সমস্ত কিছুর উপশম হয়ে উঠেছে তার হাতের রান্না। পূর্ববঙ্গের মেয়ে ইন্দুবালা এপার বাংলায় এসে তার বিবাহিত জীবনে যে অশান্তি – অতৃপ্তি পেয়েছে তার ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে যেন তার হাতের রান্নার গ্রহণযোগ্যতা ও প্রশংসা। তার রান্নার চমৎকারিত্ব যেমন তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে তেমনি রান্নার পদগুলি তার যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনের উপশম হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে নিঃস্ব, হতাশ্বাস ইন্দুবালা যেন নতুন জীবন পেল তার রান্নার হাত ধরে। লছমী যেদিন ইন্দুবালাকে প্রথম রান্নার বরাত দিল সেদিনের বর্ণনা এই রকম,-'লোহার কড়াইতে জল মরতে থাকা সবুজ ঘন কুমড়োশাকের ওপর আঁজলা করে ছড়িয়ে দিলেন সর্ষের মণ্ড। কয়লার আঁচে টগবগ আওয়াজে ফুটতে থাকলো কচি শাকগুলো। তার নরম পাতাগুলো। সাঁতলানোর ঝাঁঝ ছড়িয়ে পড়লো গোটা বাড়িতে। দোতলার ঘরে খুকি চোখ মেলে হাত পা নেড়ে খেলতে থাকলো। ছোটো দুই ছেলে গরম ভাত খাওয়ার বাসনায় থালা নিয়ে এসে বসে পড়লো রান্নাঘরের দরজায়। তখনও লাল লঙ্কা গুলোর গা থেকে ঝাল মিশছে কুমড়ো শাকের হালকা সবুজ মাখো মাখো সর্ষে ঝোলে'।১৯ এই অংশে কুমড়ো শাক রান্না, গরম ভাতের গন্ধের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িত হয়ে আছে ইন্দুবালার সন্তানদের সজীব হয়ে ওঠার প্রসঙ্গটিও। জীবনের শেষ পর্বে ও একাকী , অশক্ত ইন্দুবালা সেই ভাতের হোটেলের রান্নার মধ্যেই জীবনের শেষতম শান্তি – শক্তিটুকু খুঁজে নিয়েছেন,-'পূর্ণিমায় বুড়ির গাঁটে বাতের ব্যথা বেড়ে যায়। অমাবস্যায় হাঁটতে পারেন না প্রায়। তবু মলম লাগিয়ে গরম জলের সেঁক নিয়ে রান্না করেন ইন্দুবালা। অতগুলো লোক আসবে। আঙুল চেটে চেটে খাবে। বায়না করবে একটু শুক্তোর জন্য। একটু মাছের মাথা দিয়ে করা ডালের জন্যে। পরিতৃপ্ত চাঁদপানা মুখগুলো দেখতেও ভালো লাগে যেন। এদের খাইয়েও সুখ। ইন্দুবালা তাই কোনোদিন কোনো তীর্থে যাননি। ধম্মে কম্মো করেননি। ঠাকুরের কথামৃতের বাণী মনের মধ্যে আউড়ে গেছেন। নারায়ণ সেবা। জীবে প্রেম'।২০ আর তার রান্না করা প্রতিটি পদে,- ছ্যাঁচড়া, আমতেল, চিংড়ির হলুদ গালা ঝোল, চন্দ্রপুলি- তে রয়েছে তার হারিয়ে ফেলা জীবনের অনুষঙ্গ ও রোমাঞ্চ।

চতুর্থতঃ খাদ্যবিবরণ যখন প্রতিবাদের প্রতীক। খাদ্যবিবরণকে প্রতিবাদের প্রতীক রূপেও সাহিত্যে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টিচার' গল্পে রাজমাতা হাইস্কুলের বিদ্রোহী টিচার গিরীন তার স্কুলের সেক্রেটারি রায়বাহাদুর অবিনাশ তরফদার কে নিজের ছোটছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে ডেকে আনে। সেই নিমন্ত্রণের সূত্রেই মাস্টারমশাইয়ের পরিবারের আর্থিক দৈন্য প্রকটিত হয়েছে। যে রায়বাহাদুর টিচারদের বেতন বাড়ানোর দাবি মানতে চান না। টিচারদের দারিদ্র্যের মাহাত্ম্য কীর্তনকেই অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করেন তাকেই গিরীন নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে দারিদ্র্যের বীভৎস চেহারাটা দেখাতে চায়। গিরীনের বাড়িতে নিমন্ত্রিত রায়বাহাদুরের অতিথি সৎকারে 'রেকাবিতে দুটি সন্দেশ, একটি কলা ও কয়েক টুকরো আপেল ও শশা'২১ দেওয়া হল। যৎকিঞ্চিৎ এই আয়োজন গিরীনের পরিবারের অর্থ সংকট ও তার বিরুদ্ধে গিরীনের নিরুচ্চার প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছে। ঠিক যেমন সচ্ছল, অবস্থাপন্ন রায়বাহাদুরের দুর্নিবার লোভ ও বিবেকহীনতার প্রতীক হয়েছে গিরীনের কাছ থেকে ছেলের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে আতিথেয়তা রূপে প্রাপ্তব্য মিষ্টির বাক্সের প্রত্যাশা।

পঞ্চমতঃ খাদ্যবিবরণ : সামাজিক সাম্য ও বৈষম্যের নিরিখ – সাহিত্যে বর্ণিত খাদ্যকথা দেখা যায় কখনো কখনো সামাজিক সাম্য ও বৈষম্যের নিরিখেও উপস্থাপিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে

অপু – দুর্গার চড়ুইভাতির প্রসঙ্গটি এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। দুটি বালক -বালিকার অনাবিল আনন্দ যেমন এই চড়ুইভাতির সূত্রে ব্যক্ত করা হল তেমনি গ্রামের দরিদ্র যুগীর বামুনের মেয়ে বিনিকে দুর্গা তাদের চড়ুইভাতিতে যোগ দিতে বললে বিনির যে আনন্দ তা সামাজিক ভাবে

বিনির অন্তর্ভুক্তির আনন্দ। সেই আনন্দেই দেখা যায় বিনির হাস্যোজ্জ্বল মুখ। রান্নার কাঠ জোগাড় করবার সক্রিয়তা। দুর্গার রান্না করা ভাত, আলুসেদ্ধ, লবণবিহীন বেগুনভাজা এই বন্ধুত্বের আনন্দেই উপাদেয় হয়ে উঠেছে। আবার লক্ষ্মণ মহাজনের বাড়িতে অপুর মোহনভোগ খাওয়ার অনুভূতিতে সামাজিক বৈষম্যর ও ইঙ্গিত মেলে। বিষয়টি উপন্যাসে নিম্নলিখিত ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে ,-‘ অমন অপূর্ব জিনিস আর কখনো সে খায় নাই তো! মোহনভোগে কিসমিস দেওয়া কেন? কৈ তাহার মায়ের তৈরি মোহনভোগে তো কিসমিসও থাকে না, ঘিও থাকে না!-. বাড়িতে সে মা'র কাছে আবদার ধরে- মা, আজ আমাকে মোহনভোগ করে দিতে হবে। তাহার মা হাসিমুখে বলে__ আচ্ছা, ওবেলা তোকে করে দেবো!। পরে সে শুধু সুজি কাঠখোলায় ভাজিয়া, জলে-সিদ্ধ করিয়া, ও গুড় মিশাইয়া, একটি পুলৃটিসের মতো দ্রব্য তৈয়ার করিয়া কাঁসার সরপুরিয়া থালাতে আদর করিয়া ছেলেকে খাইতে দেয়। অপু তাহাই খুশির সহিত এতদিন খাইয়া আসিয়াছে। মোহনভোগ যে এরূপ হয় তাহা সে জানিত না। আজ তাহার মনে হইল- এ মোহনভোগে আর মায়ের তৈয়ারি মোহনভোগে আকাশপাতাল তফাত! ".সঙ্গে-সঙ্গে মায়ের উপর করুণায় ও সহানুভূতিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হয়তো তাহার মা জানে না যে, এইভাবে মোহনভোগ তৈয়ারি করিতে হয় ! সে যেন আবছায় ভাবে বুঝিল তাহার মা গরীব, তাহারা গরীব, তাই তাহাদের বাড়ি ভালো খাওয়া-দাওয়া হয় না."২২ এখানে মোহনভোগে ঘি ও কিসমিসের উপস্থিতি অপুকে জীবনের এক তিক্ত সত্যের অনুভূতি দিয়েছে, ধনী ও দরিদ্র বলতে কী বোঝায় তার আবছা ইঙ্গিত দিয়েছে।

ষষ্ঠতঃ খাদ্যবিবরণ ও ক্ষমতার নিরিখ – বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসে অপু যেমন হঠাৎ করেই আহার্য দ্রব্যের সূত্রে ধনী – দরিদ্রের ভেদ করতে পেরেছে তেমনি খাদ্যবিবরণ মূলক আখ্যানের সূত্র ধরে অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজের ধনী – দরিদ্রের ভেদ, শোষণের নিষ্করুণ চেহারা স্বাভাবিকভাবেই চিহ্নিত করা যায়। মহাশ্বেতা দেবীর ‘ভাত’ গল্পে বাসিনীর মনিব ঘরের প্রাচুর্য বোঝানো হয় এই ভাবে ,-‘ ঝিঙেশাল চালের ভাত নিরামিষ ডাল তরকারির সঙ্গে। রামশাল চালের ভাত মাছের সঙ্গে। বড়বাবু কনকপানি চাল ছাড়া খান না, মেজ আর ছোটোর জন্য বারোমাস পদ্মজালি চাল রান্না হয়। বামুন চাকর ঝি-দের জন্য মোটা সাপ্টা চাল। বাদার লোকটি কাঠ কাটতে কাটতে চোখ তুলে দেখে। চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে তার’।২৩ এই গল্পে এক ‘বাদা’ বা নিম্নভূমির র মালিক এই বড়োবাড়ির মানুষদের বাদার দৌলতে শুধুই সমৃদ্ধি। আর এক ‘বাদা’ আছে উৎসব বা উচ্ছব নাইয়ার। সেখানে শুধু গেঁড়ি, গুগলি, শুষনি শাক, কচুর শাক ই মেলে। কোনো সুখ – সমৃদ্ধির হদিশ সেখানে মেলে না। তাই বিস্মিত হয়ে যায় বাসিনীর সঙ্গে এই বাড়িতে কাজ করতে আসা হতদরিদ্র উচ্ছব। সে তার ক্ষুধা নিবারণের জন্য দুটো কাঁচাচাল – ই চিবিয়ে খেতে চায় । গল্পের শেষে দেখা যায় বাড়ির বড়ো কর্তা মারা যান। আর অশৌচের কারণে সেই বাড়ির সমস্ত রান্না করা ভাত ফেলে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়; এদিকে বুভুক্ষু উচ্ছব সকাল থেকে অপেক্ষা করে আছে দুটি ভাত খাওয়ার জন্য। ক্ষুধার্ত উচ্ছব সেই অশৌচের ভাত নিয়ে তাই পালিয়ে যায়। ধনী ঘরের ফেলে দেওয়া ভাতে উচ্ছব স্বর্গের স্বাদ পায় যেন। তার এতদিনের সব শোক যেন হার মেনে যায় সে ভাতের স্বাদের কাছে। ভাতের আস্বাদনে তার হারানো প্রিয় মানুষদের ফিরে পেতে চায় উচ্ছব ,-‘ সে ও খাবল খাবল ভাত খায়। ভাতে হাত ঢুকিয়ে দিতে সে স্বর্গ সুখ পায় ভাতের স্পর্শে। চন্নুনীর মা কখনো তাকে এমন সুখ দিতে পারে নি। খেতে খেতে তার যে কি হয়। মুখ ডুবিয়ে দিয়ে খায়। ভাত, শুধু ভাত’।২৪ এই গল্পে ‘ভাত’ এর প্রতীকে গল্পকার ধনী ও দরিদ্র মানুষের জীবনের বিপ্রতীপতাকে তুলে ধরেছেন। তবে দরিদ্র যে কোনোদিন ধনীর এই সম্পদের নাগাল পাবে না গল্পকার এখানে তার ও ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাই ভাতের গামলা চুরির অপরাধে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় উচ্ছবকে। বড়োবাড়ির আসল ‘বাদা’ র খোঁজ আর তার কোনোদিন ই পাওয়া হয় না।

উল্লেখ্য, খাদ্য বিবরণমূলক আখ্যান গুলি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে সৃষ্ট হয়েছে। মঙ্গলকাব্য, চৈতন্যজীবনীসাহিত্য কী আধুনিক কথাসাহিত্য সম্ভার প্রত্যেকটিরই সৃজনের নির্দিষ্ট অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু নিজেদের অগোচরেই সেই সমস্ত সাহিত্যে আখ্যানবস্তুর অতিরিক্ত সমাজ চৈতন্য ও মানব চৈতন্যের বিবিধ মাত্রার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ব্যক্তি মানুষের অন্তর্লীন যে সমাজ প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি তা – ই এই প্রাপ্তিকে সম্ভবপর করে তুলছে। সাহিত্য সমালোচনায় সংস্কৃতিবিদ্যাচর্চার প্রাসঙ্গিকতা এই সূত্রেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তথ্যসূত্রঃ ক

1. Hall, Stuart. "Food as an Image of Everyday Life." *In Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*, edited by Stuart Hall, Open University Press, 1997, pp. 72.
2. Douglas, *Mary. Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo.* Routledge, 2002. , pp.55

3. Harris, Marvin. *Good to Eat: Riddles of Food and Culture.* Simon & Schuster, 1998, pp.23
4. Counihan, Carole. *Around the Tuscan Table: Food, Family, and Gender in Twentieth Century Florence.* Routledge, 2004, pp.75
5. Giddens, Anthony. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration.* University of California Press, 1984, pp.87
6. Bhabha, Homi K. *The Location of Culture.* Routledge, 2004, pp.124
7. Bordo, Susan. *Unbearable Weight: Feminism, Western Culture, and the Body.* University of California Press, 2003, pp.118
8. Lévi-Strauss, Claude. *The Raw and the Cooked: Introduction to a Science of Mythology.* University of Chicago Press, 1983, pp.23
9. Schechner, Richard. *Performance Theory.* Routledge, 2003, pp45

তথ্যসূত্রঃ খ

১০. প্রাকৃত পৈঙ্গল, গোপালহালদার,বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম পর্ব, প্রথমসংস্করণ, এমুখার্জীএন্ডকোং লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬১। পৃ- ১৭।

১১. বিজয়গুপ্ত, মনসামঙ্গল, (শ্রী বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত), শুধাংশু সাহিত্য মন্দির,২০৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা, বৈশাখ ১৩৪২, পৃ. ১৬২

১২. মুকুন্দ চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (সম্পা: সনৎকুমার নস্কর,), রত্নাবলী, ৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা – ৯, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃঃ ১৮৪

১৩. শ্রী চৈতনচরিতামৃত, শ্রীজগন্মোহন দাস বিরচিত" বৈষ্ণবপ্রিয়া টীকাসহ শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ব কৃত প্রতিপয়ার ও শ্লোকের বঙ্গানুবাদ সহ, উল্লিখিত বিদ্যারত্ব দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪০২, ৮ মাঘ

১৪. মুকুন্দ চক্রবর্তী, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, (সম্পা: সনৎকুমার নস্কর,), রত্নাবলী, ৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা – ৯, তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৫, পৃঃ ২৯১

১৫.পরশুরাম, রাজভোগ, পরশুরাম গল্পসমগ্র, সম্পাদনা দীপংকর বসু, এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, প্রথম অখণ্ড সংস্করণ কার্তিক ১৩৯৯ নভেম্বর ১৯৯২, ISBN: 81-7157-044-5 পৃ. ২৯০

১৬. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রানি রাঁধুনী, (সংকলন গ্রন্থ) আবৃত্তির ছড়া আবৃত্তির কবিতা, সম্পাদনা প্রণতি ঠাকুর , হান্নান আহসান, পুনশ্চ, ৯এ নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ. ৫৮

১৭. আশাপূর্ণা দেবী, প্রথম প্রতিশ্রুতি,মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, পঁচাত্তরতম মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৬, ISBN 978 -81-7293 -206-0, পৃ. ৩০ - ৩১

১৮. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, অরন্ধনের নিমন্ত্রণ, বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র (প্রথম খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, পৃ. ১৭২

১৯. কল্লোল লাহিড়ী, ইন্দুবালা ভাতের হোটেল, সুপ্রকাশ, ১৬, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ১২, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, ISBN 978-81-9460-090-9 পৃ. ৯

২০. কল্লোল লাহিড়ী, ইন্দুবালা ভাতের হোটেল, সুপ্রকাশ, রাধানাথ মল্লিক লেন, কলকাতা ১২, প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ২০১৭, ISBN 978-81-9460-090-9, পৃ. ১১

২১. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, টিচার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যয়ের শ্রেষ্ঠ গল্প, (সম্পাদনা : যুগান্তর চক্রবর্তী), বেঙ্গল পাবলিশার্স (প্রোঃ) লিমিটেড, ১৪বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রাট কলকাতা-৭০০০৭৩, ২৪তম মুদ্রণ : মার্চ ২০০৮, পৃ. ১২৭

Volume – 3 | Issue – II | Mar-Apr 2026 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

২২. বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, পথের পাঁচালী, বেণী ব্যানার্জী অ্যাভিনিউ ঢাকুরিয়া থেকে পি. মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত,, সপ্তম সংস্করণ বৈশাখ, ১৩৫৯, পৃ. ৭৭ - ৭৮
২৩. মহাশ্বেতা দেবী, ভাত, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত), ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, , নয়া দিল্লী ১১০০৭০, দশম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ২১৪
২৪. মহাশ্বেতা দেবী, ভাত, মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প সংকলন (লেখিকা কর্তৃক নির্বাচিত), ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, , নয়া দিল্লী ১১০০৭০, দশম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৭, পৃ. ২১৬

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431